ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ...

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল ও শিবির কর্মীদের দফায় দফায় সংঘর্ষ

প্রশাসন ভবন ভাঙচুর, মহাসড়ক অবরোধ, আহত ২০

শতাধিক ছাত্রদল নেতাকর্মী চার ঘণ্টা অবরুদ্ধ

রাজশাহী থেকে সাইদুর রহমান ও আবু নোমান সজীব : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল মঙ্গলবার ছাত্রদল-ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ, দফায় দফায় সশস্ত্র ছাত্রদল ও শিবির নেতাকর্মীদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, প্রশাসন ভবন ভাঙচুর, ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করে গাড়ি ভাঙচুর এবং শিবির নেতাকর্মীদের হাতে শতাধিক ছাত্রদল নেতাকর্মীর প্রায় ৪ ঘণ্টা অবরুদ্ধ থাকার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় অন্তত পক্ষে ২০জন ছাত্রদল ও শিবির কর্মী আহত হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ক্যাম্পাসে বিক্ষিপ্তভাবে সংঘর্ষ-রাবি ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত ২০০ পুলিশসহ চার শতাধিক পুলিশ মোতায়েন থাকলেও প্রশাসন সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে আনতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, গতকাল সকাল সাড়ে ১১টার দিকে একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ ব্যাপক সংঘর্ষের সূচনা হয়। সকাল সাড়ে এগারটার দিকে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সামনে বিভাগের ছাত্র সানি এবং শিবিরকর্মী রাকিবের মধ্যে শার্টের ইন খোলাকে কেন্দ্র করে হাতাহাতির সৃষ্টি হয়। এ সময় শিবিরের সাথী ইকবাল শিবিরকর্মী রাকিবের সহায়তায় এগিয়ে এসে সানিকে মারপিট শুরু করে। একই সময় সানির সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন ক্লাজলার ছোট উজ্জ্বল এবং তার সহপাঠীরা এগিয়ে আসলে সানি শিবিরের সাথী ইকবালকে ঘুষি মেরে নাক ফাটিয়ে দেয়।

এ পর্যায়ে এ ঘটনার সমাপ্তি ঘটলেও পরবর্তী সময়ে পুনরায় শিবিরের প্রায় ২০-২৫ জন কর্মী এসে সানির ওপর হামলা করলে ছোট উজ্জ্বল বাধা দেয়। শিবির ক্যাডারা ছোট

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল

● প্রথম পাতার পর

উজ্জ্বলকে পিটিয়ে আহত করে তাদের টেন্টে নিয়ে গিয়ে পুনরায় পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। শিবির নেতারা এ সময় আহত উজ্জ্বলকে ছাত্রদল নেতাদের হাতে তুলে দিয়ে উপরন্তু তার বিচার দাবি করে। কিন্তু ছাত্রদল নেতারা তাকে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দিলে ছাত্রশিবিরের কৈফিয়ত দাবি করে।

একপর্যায়ে ছাত্রদল-ছাত্রশিবিরের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে তারা ক্যাম্পাসে পাল্টাপাল্টি জঙ্গি মিছিল এবং সমাবেশ শুরু হয়। এ সময় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে ক্যাম্পাস দ্রুত ফাঁকা হয়ে যায়। সমাবেশ শেষ হওয়া মাত্রই সশস্ত্র শিবির-ছাত্রদল ক্যাডারদের মধ্যে শুরু হয় ব্যাপক সংঘর্ষ এবং দফায় দফায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে ছাত্রদলের শতাধিক নেতাকর্মী প্রশাসন ভবনে আটকা পড়লে শিবির ক্যাডাররা তাদেরকে দীর্ঘ চার ঘন্টা যাবৎ অবরুদ্ধ করে রাখে এবং তারা এ সময় প্রশাসন ভবন ভাঙচুর ও প্রশাসন ভবনের মূল গেটের তালা ভেঙে ছাত্রদল নেতাকর্মীদের ওপর হামলার চেষ্টা চালায়। একই সময়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে ও হলে হলে শিবির ক্যাডাররা ছাত্রদল নেতাকর্মীদের ওপর হামলা করে। শিবির ক্যাডারা হলে হলে ছাত্রদল কর্মীদের ওপর হামলা করে তাদের কক্ষ ভাঙচুর এবং পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। হামলা চলাকালীন হাবিবুর রহমান হলের ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে ছাত্রদলের অনেক কর্মী আহত হয়। সব মিলিয়ে এ সময় ২০ জনেরও বেশি ছাত্রদল-শিবির নেতাকর্মীকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে ১৫ জন ছাত্রদলের ও ৫ জন শিবিরের বলে জানা যায়।

এদিকে বিক্ষিপ্তভাবে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ চলাকালীন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উদ্যোগে ভিসি অফিসে দুপক্ষের সমঝোতা বৈঠক শুরু হয়। বৈঠকে দুদলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। তিন ঘন্টাব্যাপী এ বৈঠক বিকাল পাঁচটায় শেষ হলেও বর্তমানে ক্যাম্পাসে বিক্ষিপ্তভাবে সংঘর্ষ চলছে। ছাত্রদল নেতাকর্মীরা এ সংবাদ লেখা পর্যন্ত (রাত আটটা) হলের বাইরে ছিল। তারা হলে ঢোকামাত্র পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতির আশঙ্কা রয়েছে।

এদিকে সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও ছাত্রদল কর্মীরা অভিযোগ করে, ক্যাম্পাসে বিপুল সংখ্যক পুলিশ অবস্থান করা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়।